পেনশনারের দেয় সার্টিফিকেট

অবসরপ্রাপ্ত পেনশনার প্রতি নভেম্বরে এবং পারিবারিক পেনশনার প্রতি মে ও নভেম্বরে দিবেন।

শ্রী /শ্রীমতী ..... পি. পি. ও. নং .....
.....এবং ..... ব্যাঙ্কের .....শাখার .....
.....নং এ্যাকাউন্টে পেনশন গ্রহন করেন, তাহাকে আমি চিনি এবং অদ্য ....
তারিখে জীবিত দেখিতেছি।

নিম্নের ঘোষণাপত্রে তিনি আমার সম্মুখে স্বাক্ষর / টিপসহি দিয়াছেন।

.....
(স্বাক্ষর ও সিলমোহর)
গ্রাম প্রধান / গেজেটেড অফিসার
ব্যাঙ্ক ম্যানেজার / পোষ্টমাষ্টার

॥ ঘোষনাপত্র ॥

১) আমি শ্রী / শ্রীমতী ..... ঘোষনা করাতেছি যে আমার পি. পি. ও. নং ..... এবং ..... ব্যাঙ্কের .....শাখার ..... নং এ্যাকাউন্টে পেনশন গ্রহন করি অথবা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে পেনশন গ্রহন করি।

২. অমি বর্তমানে চাকুরী করিতেছি না। ভবিষ্যতে চাকুরী করিলে ট্রেজারী অফিসারকে জানাইতে বাধ্য থাকিব অথবা আমি .... তাং হইতে চাকুরী করিতেছি। আমি ..... তাং হইতে ..... তাং অবধি চাকুরী করিয়াছি। চাকুরী অফিসের বিবরণ .....**)।

৩. আমি এই পেনশন ছাড়া অন্য পেনশন পাইতেছি না / পাইতেছি। (পাইলে তাহার বিবরণ ....)।

৪. পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ওভারড্রয়াল হইলে বাড়তি টাকা ট্রেজারীর সুবিধা মত কাটিয়া লইলে আমার তরফ হইতে কোন প্রকার আপত্তি থাকিবে না।

৫. আমার আয়ের জন্য আয়কর দেয় নহে। অথবা আমার আয়করের রিটার্ণ সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমা দিব। এবং তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ট্রেজারীতে জানাইয়া দিব। যদি আমার পেনশনের টাকা হইতে আয়করের টাকা বাদ দিতে হয় তাহা হইলে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বিবরণ সহ জানাইতে বাধ্য থাকিব।

৬. পারিবারিক পেনশনারদের জন্য ঃ

স্বামী / স্ত্রী মারা যাইবার পর এবং পারিবারিক পেনশন চালু হইবার পর আমি পুনরায় বিবাহ করি নাই। গত ..... বিবাহ করিয়াছি। ভবিষ্যতে করিলে ট্রেজারী অফিসারকে জানাইব।

.....
** যাহা প্রযোজ্য নহে কাটিয়া দেবেন।

.....
পেনশনারের স্বাক্ষর / টিপসহি
(ট্রেজারীতে যেরূপ দেওয়া আছে)

শ্রী / শ্রীমতী ..... পি, পি, ও, নং .....
নিকট হইতে জীবিত সার্টি ফিকেট বুঝিয়া পাইলাম।

.....
আদায়কারীর স্বাক্ষর